নগর সংবাদ

NAGAR SANGBAD

বর্ষ ৭ : সংখ্যা ২৩
Vol. VII No. 23

এলজিইডির আওতাধীন আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট (UMSU) এর ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
A QUARTERLY UMSU PUBLICATION OF LGED

জানুয়ারি-মার্চ ২০১১
January-March 2011

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে এলজিইডি সদর দপ্তরে আয়োজিত সেমিনারের উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি; বিশেষ অতিথি স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান ও যুগ্ম-সচিব জনাব আবদুল মালেক এবং সভাপতি এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। পেছনে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফলতার জন্য সম্মাননা প্রাপ্ত ৯ জন আত্ম-নির্ভরশীল নারী।

'বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ'

- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী

'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্বপ্ন ছিলো বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। বর্তমান সরকার নারী-পুরুষ বৈষম্যহীন দেশ গঠনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ'। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে গত ১০ মার্চ ২০১১ এলজিইডি সদর দপ্তরে আয়োজিত "নারীর জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও বিজ্ঞানে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি: প্রেক্ষিত এলজিইডি" শীর্ষক এক সেমিনারের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির ভাষণে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি একথা বলেন। তিনি বলেন, সুস্থ, সুন্দর ও উন্নত সমাজ গড়তে নারী-পুরুষের গুরুত্ব সমান। এজন্যে দরকার সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার সমান সুযোগ, সম-অধিকার। অধিবেশনের প্রাক্কালে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এলজিইডি সদর দপ্তর প্রাঙ্গণে এলজিইডির জেন্ডার কার্যক্রমভিত্তিক স্টলের উদ্বোধন ও ফটো-গ্যালারী পরিদর্শন করেন।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান ও স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম-সচিব জনাব আবদুল মালেক। সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান বলেন, গত ৭ মার্চ 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১' মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়েছে। তিনি বলেন, নারী-পুরুষের মাঝে বিরাজমান বিভেদ মুছে ফেলতে হবে। ধর্মের নামে নারীদের ওপর নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে। বঞ্চনা ও কুপমণ্ডুকতা প্রতিহত করতে হবে। নারী-পুরুষ সমতা অর্জনে যে প্রতিষ্ঠানগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে তার মধ্যে এলজিইডি অন্যতম।

স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম-সচিব জনাব আবদুল মালেক বলেন, নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা বিবর্জিত একটি সমাজ ব্যবস্থা গঠনে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি বলেন, যেসব দুঃস্থ নারী এলজিইডির কল্যাণে কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন তাদের শক্তি ও মর্যাদা বেড়েছে। অনেকেই আজ স্বাবলম্বী হয়েছেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনের শুরুতে সভাপতি ও এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান তাঁর মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, এলজিইডি পল্লী, নগর ও পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০৯-১০ অর্থবছরে মোট ৭ লক্ষ ৬৬ হাজার ৭০০ জন নারীর কর্মসংস্থান এবং ৮৯ হাজার ৭২৯ জন দরিদ্র নারীর আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ১ লক্ষ ১১ হাজার ৯৯৯ জন দরিদ্র নারীকে। তিনি আরও বলেন, দেশের ২৫টি পৌরসভার আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপক উন্নয়নকল্পে ৫টি সফটওয়্যার প্রদান করা হয়েছে। ৪টি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে ই-প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) চালু হতে যাচ্ছে এবং ২৩৩টি পৌরসভার ডিজিটাল মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলছে। আগামীতে সব জেলা ও উপজেলা ম্যাপ ও ডাটাবেজ এলজিইডির ওয়েব পোর্টাল-এ যুক্ত করা হবে। এলজিইডির যে দক্ষ কর্মীদল এ ধরণের কাজের সঙ্গে জড়িত তার একটি বড় অংশ নারী বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সেমিনারে আত্ম-নির্ভরশীল নারীদের ওপর নির্মিত একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়োজিত ৯ জন দুঃস্থ নারী কর্মীকে শ্রেষ্ঠ আত্ম-নির্ভরশীল নারীর সম্মাননা ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় সচিব। ■

গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প একনেকে অনুমোদিত

গত ২৫ জানুয়ারি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়। একনেক চেয়ারপারসন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এ অনুমোদন দেয়া হয়।

প্রকল্পটি এ বছর শুরু হয়ে ২০১৪ সালের জুনে শেষ হবে। সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ২৫৫টি পৌরসভায় সড়ক, ব্রীজ-কালভার্ট ও ড্রেন নির্মাণে প্রকল্পটিতে ব্যয় ধরা হয়েছে ১১৫০ কোটি ৯৮ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। ■

ভেতরের পাতায়

- সম্পাদকীয়, দায়িত্ব গ্রহণ
- ইউজিপ-২ এর সভা, ইউপিপিআরপি সংবাদ
- নেত্রকোনা পৌর মেয়রের সাক্ষাৎকার
- সিবিও/সিডিসি নেতৃবৃন্দ পৌর কাউন্সিলর নির্বাচিত
- দুজন নারীর সাফল্য গাঁথা
- মহান একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত
- এলজিইডিতে ইউএনডিপি আবাসিক প্রতিনিধি
- এমএসপি-২ এর টিপিপি অনুমোদিত
- বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধির এলজিইডি পরিদর্শন

সম্পাদকীয়

পৌরসভার উন্নয়নে কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের ভূমিকা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২৭ শতাংশেরও বেশী মানুষ শহরে বাস করে। দেশের সামগ্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশী। উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে ৭টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩০৯টি পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পৌরসভা সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য পৌরবাসীকে নাগরিক সুবিধা দেয়া। আমাদের দেশের পৌরসভাগুলো মূলতঃ চার ধরণের পরিসেবা দিয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে– ১। সড়ক, সেতু-কালভার্ট, ড্রেন ইত্যাদি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও এসব অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ; ২। শহরের বর্জ্য অপসারণ ও রাস্তা-ঘাট, ড্রেন ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন রাখা; ৩। সড়কবাতির ব্যবস্থা করা; এবং ৪। সুপেয় পানি সরবরাহ করা। এছাড়াও পৌরবাসীর সুবিধার্থে বাস-ট্রাক টার্মিনাল, বিনোদন পার্ক, বিপণী বিতান, কাঁচা বাজার, পাবলিক টয়লেট ইত্যাদি নির্মাণ করাও পৌরসভার দায়িত্ব।

জনগণের কাছে পরিসেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য পৌরসভার দরকার অর্থ, দক্ষ জনবল এবং একটি উন্নত নগর পরিচালন ব্যবস্থা। নিজস্ব সম্পদ আহরণ ছাড়াও পৌরসভা প্রতিবছর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে অর্থ পেয়ে থাকে তার বেশীর ভাগ অর্থই মূলতঃ খরচ হয় অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধে। পৌর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বাড়ানো এবং পৌরব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সুপরিচালন ব্যবস্থা বা সুশাসন প্রতিষ্ঠা বেশীরভাগ পৌরসভার পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না আর্থিক সংকট ও সঠিক পরিকল্পনার অভাবে। এছাড়া অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পৌরসভার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন। অপরিকল্পিত নগরায়ন ও অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পৌরসভার সামগ্রিক পরিবেশ এখন বেশ নাজুক হয়ে পড়েছে। এ অবস্থার উন্নয়ন শুধুমাত্র অর্থ দিয়ে অথবা পৌরপরিষদের একার পক্ষে সম্ভব নয়। উন্নয়নকে টেকসই করতে যেমন প্রয়োজন জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, তেমনি পৌর এলাকার সার্বিক পরিবেশ উন্নয়নের জন্য পৌরবাসীর সচেতনতা এবং সর্বস্তরের নাগরিকদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ এ পৌরসভার ওয়ার্ড ও কমিউনিটি পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। এই আইনের ভিত্তিতে এলজিইডির আওতায় বাস্তবায়িত দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিপ-২) এর মাধ্যমে পৌরসভার সার্বিক কর্মকাণ্ডে তৃণমূল পর্যায়ের নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভায় কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন বা সিবিও সৃষ্টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সিবিও গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পৌরপরিসেবাসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তৃণমূল পর্যায়ের নাগরিকদের সম্পৃক্ত করা; ভৌত অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক বিষয়, যেমন– মাদক দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব, বাল্য বিবাহের কুফল, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, জন্ম নিবন্ধন, পৌরকর পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে এলাকাবাসীকে সচেতন করা এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে বর্জ্য সংগ্রহসহ পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে একটি পরিচ্ছন্ন কমিউনিটি গড়ে তোলা। এছাড়া কমিউনিটির বিভিন্ন সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে নিরসন করাও এ সংগঠনের অন্যতম দায়িত্ব।

এলজিইডির ইউজিপ-২ভুক্ত ৩৫টি পৌরসভায় ১৭৫০টি কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন গঠন করা হয়েছে। এসব সংগঠন কর্মপরিধি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে পৌরসভার উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য পৌরসভায় কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন গঠিত হলে তৃণমূল পর্যায়ের নাগরিকদের জন্য পৌরসভার সামগ্রিক উন্নয়নে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা হবে পৌরসভার টেকসই উন্নয়নে একটি কার্যকর পদক্ষেপ।■

অবসর প্রস্তুতি ছুটিতে গেলেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নাজমুল হাসান

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালনশেষে গত ৩০ মার্চ অবসর প্রস্তুতি ছুটিতে যান জনাব মোঃ নাজমুল হাসান। তিনি ১৯৭৭ সালে বুয়েট থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৭৭ সালে তৎকালীন পল্লীপূর্ত কর্মসূচির সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে তিনি যোগদান করেন, যা পরবর্তীতে এলজিইডিতে রূপান্তরিত হয়। জনাব মোঃ নাজমুল হাসান ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ছয়টি জেলায় নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালনসহ দুটি অঞ্চল এবং এলজিইডি সদর দপ্তরের মান নিয়ন্ত্রণ ও ডিজাইন এবং নগর ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০৮ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) পদে কর্মরত ছিলেন।

দায়িত্ব গ্রহণ

মুহাম্মাদ আজিজুল হক: জনাব মুহাম্মাদ আজিজুল হক গত ১৭ জানুয়ারি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এর আগে তিনি এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মোঃ নূরুল্লাহ: জনাব মোঃ নূরুল্লাহ গত ৭ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) এর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এর আগে তিনি দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ: জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ গত ৩ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি পূর্ববর্তী প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নূরুল্লাহর কাছ থেকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মোল্লা আবুল বাশার: গত ২৬ জানুয়ারি জনাব মোল্লা আবুল বাশার স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর আগে তিনি সিলেট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মমিনুল হকের স্থলাভিষিক্ত হলেন।

মোঃ আবুল হাসান: জনাব মোঃ আবুল হাসান গত ২৭ জানুয়ারি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ উনিশটি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর আগে তিনি ডিটিআইডিপির উপ-প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।■

এডিবি প্রজেক্ট কমপ্লিশন মিশন বিভিন্ন জেলায় প্রকল্পের সমাপ্তকৃত পূর্তকাজ পরিদর্শন করে। এসময় ইডিডিআরপি: পার্ট-বি ও পার্ট-সি এর প্রকল্প পরিচালক জনাব ফরাজী শাহাবউদ্দিন আহমেদ ও জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান খান উপস্থিত ছিলেন।

এডিবি পিসিআর মিশন: ইডিডিআরপি

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে ২ সদস্যের প্রজেক্ট কমপ্লিশন মিশন প্রথম পর্যায়ে গত ৫-৮ মার্চ সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, গাইবান্ধা ও রংপুর এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১২-১৬ মার্চ সিলেট, মৌলভীবাজার, বি.বাড়িয়া, কুমিল্লা, ফেণী, চট্রগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় ইমারজেন্সি ডিজাস্টার ড্যামেজ রিহ্যাবিলিটেশন (সেক্টর) প্রজেক্ট, ২০০৭; পার্ট-সিঃ মিউনিসিপ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর কার্যক্রমসহ অন্যান্য অংশের সমাপ্তকৃত পূর্তকাজ পরিদর্শন করে। মিশনের অপর সদস্য ছিলেন এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের পরামর্শক জনাব আহমেদ ফারুক। মিশন চলাকালীন সময়ে এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর মিঃ থেবা কুমার কান্দিহায় কক্সবাজার জেলার ইডিডিআরপির সমাপ্তকৃত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং এলাকাবাসী ও সুফলভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। মিশন পৌরসভাগুলোতে প্রকল্পের পূর্তকাজ পরিদর্শনের পাশাপাশি পৌরসভার মেয়র, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ঠিকাদারদের সঙ্গে প্রকল্পের কার্যক্রমের বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করে। মিশন প্রধান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের ওপর জোর দেন। ইডিডিআরপি (পার্ট-সিঃ মিউনিসিপ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার) এর প্রকল্প পরিচালক জনাব ফরাজী শাহাবউদ্দিন আহমেদ এসময় উপস্থিত ছিলেন। ■

সিবিও/ সিডিসি নেতৃবৃন্দ পৌর কাউন্সিলর

৫ম পৃষ্ঠার পর

সদস্যবৃন্দ পৌর নির্বাচনে অংশ নেন। এর মধ্যে বগুড়া পৌরসভার ডালিয়া নাসরিন রিক্তা; নওগাঁ পৌরসভার মরিয়ম বেগম; সিরাজগঞ্জ পৌরসভার খোদেজা মান্নান ও আলেয়া বেগম; গোপালগঞ্জ পৌরসভার ইসমত আরা রোজী, জাহেদ মাহমুদ বাপ্পী, মাহফুজা আকতার লিপি, ময়মনসিংহ পৌরসভার আতিয়া মুনসুর শারমিন এবং হবিগঞ্জ পৌরসভার পিয়ারা বেগম কউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন। ■

ইউজিপ-২ এর সভা

পূর্তকাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা

গত ৫ জানুয়ারি ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতাভুক্ত পৌরসভার প্রকৌশলী ও মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের (এমই) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় পূর্তকাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা। প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নূরুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান, জনাব মোঃ এ কে এম রেজাউল ইসলাম এবং পরামর্শক জনাব মোঃ আব্দুল গফফার।

দক্ষতাবৃদ্ধি বিষয়ক সভা

পৌরসভায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে গর্ভনেন্স ইমপ্রুভমেন্ট এন্ড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট (জিআইসিডি) বিষয়ক এক সভা গত ২৬ ফেব্রুয়ারি এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ। সভায় নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি (ইউজিআপ) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্প পরিচালক ইউজিআপ বাস্তবায়নে সবাইকে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার আহবান জানান। সভায় জিআইসিডি পরামর্শক টিমের টিম লিডার চৌধুরী ফজলে বারীসহ অন্যান্য পরামর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ পৌরসভায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অবহিতকরণ সভা

ময়মনসিংহ পৌরসভা এবং ইউজিপ-২ এর যৌথ উদ্যোগে গত ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি দুদিনব্যাপী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ ইকরামুল হক টিটুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব শরফউদ্দিন আহমেদ, পৌরসভার কর্মকর্তা, জিআইজেড এর পরামর্শক, ইউজিপ-২ এর পরামর্শক এবং সিবিও নেতৃবৃন্দ। ■

ইউপিপিআরপি সংবাদ

নগর খাদ্য উৎপাদন দিবস পালিত

এলজিইডির নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পটি দেশের ৬টি সিটি কর্পোরেশনসহ মোট ২৩টি পৌরসভায় দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগণের দারিদ্র্য কমিয়ে জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের আয়বর্ধনমূলক ও অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গত ১ মার্চ প্রকল্পভুক্ত ২৩টি শহরে (৬টি সিটি কর্পোরেশন ও ১৭টি পৌরসভা) "বসতভিটায় খাদ্য উৎপাদন করুন, পুষ্টির চাহিদা মেটান" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রথমবারের মতো উদযাপন করা হয় নগর খাদ্য উৎপাদন দিবস। নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠির পুষ্টিহীনতার কারণে দৈহিকবৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে আসে। নানা রোগব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় অনেকের। দরিদ্র এসব মানুষের পুষ্টির অভাব পূরণে সচেতনতা বাড়াতে দিবসটি পালন করা হয় নানান আয়োজনে। এর মধ্যে ছিলো গণসমাবেশ, র‍্যালি, আলোচনা সভা, প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী, নগর খাদ্য উৎপাদনকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ■

জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ক অবহিতকরণ সভা

এলজিইডির নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের সহায়তায় গত ৮ মার্চ এলজিইডি সদর দপ্তরে জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ক অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এলজিইডির ১৬ জন প্রকল্প পরিচালক, ৯ জন নির্বাহী প্রকৌশলী, ২ জন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, ৬ জন সহকারী প্রকৌশলী ও ২ জন সোসিওলজিস্ট অংশ নেন।

ময়মনসিংহ পৌরসভায় শিশু দিবাযত্নকেন্দ্র ও প্রি-স্কুল সেন্টার উদ্বোধন

শহরে বসবাসরত দরিদ্র ও হত-দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার টেকসই মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি পরীক্ষামূলকভাবে দরিদ্র মায়েদের উন্নয়নের জন্য ময়মনসিংহ পৌর এলাকায় প্রথমবারের মতো ইউপিপিআর প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় ৪টি শিশু দিবাযত্নকেন্দ্র ও প্রি-স্কুল ক্লাস্টার সেন্টার নির্মাণ করা হয়। দিবাযত্নকেন্দ্র ও প্রি-স্কুল সেন্টারগুলো ময়মনসিংহ শহরের ১৯ নং ওয়ার্ডের ভাটিকাশর বড়বাড়ি তিস্তা ক্লাস্টার, ১৭নং ওয়ার্ডের বাঘমারা রোড কর্ণফুলি ক্লাস্টার, ৬নং ওয়ার্ডের ১০০/১ এস এ সরকার রোড রূপসা ক্লাস্টার এবং ২নং ওয়ার্ডের কাশর করোনেশন রোড মেঘলা ক্লাস্টারে অবস্থিত। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি এগুলোর উদ্বোধন করেন ময়মনসিংহ পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ ইকরামুল হক টিটু এবং ইউপিপিআর প্রকল্পের আন্তর্জাতিক প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব রিচার্ড গিয়ার। এসময় প্রকল্পের টাউন ম্যানেজার কাকলি চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। ■

নেত্রকোনা পৌরসভার মেয়র জনাব প্রশান্ত কুমার রায় এর সাক্ষাৎকার

আমাদের দেশের পৌরসভাগুলোর রয়েছে নানা ধরণের সমস্যা। এর মধ্যে অন্যতম আর্থিক অস্বচ্ছলতা এবং দক্ষ কর্মীর অভাব। রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ কম হওয়ায় পৌরসভাগুলোকে নির্ভর করতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর। ফলে পৌরবাসীকে কাংখিত সেবা দেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না পৌরসভাগুলোর। নগর জনসংখ্যাবৃদ্ধির কারণে অপরিকল্পিত নগরায়ণ, ভৌত অবকাঠামোর অপর্যাপ্ততা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সৃষ্ট যানজট ও জলাবদ্ধতা; বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও বর্জ্য অব্যবস্থাপনা; সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের অবক্ষয়– প্রতিনিয়তই এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয় পৌর মেয়রদের।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচনে নেত্রকোনা পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন জনাব প্রশান্ত কুমার রায়। নেত্রকোনা পৌরসভার সামগ্রিক উন্নয়নে কী ভাবছেন তিনি? কীভাবে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পৌরবাসীর কাছে পৌঁছে দেবেন কাংখিত সেবা– সেই পরিকল্পনার কথাই বলেছেন তিনি এই সাক্ষাৎকারে।

১। আপনার পৌরসভার মূল সমস্যাগুলো কী কী? এই সমস্যা সমাধানে আপনার পরিকল্পনা সম্পর্কে বলুন।

নেত্রকোনা পৌরসভার প্রধান সমস্যা হচ্ছে অবকাঠামোগত, যেমন– রাস্তাঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট, ড্রেন ইত্যাদির অপ্রতুলতা ও জীর্ণ দশা। ফলে সৃষ্টি হয় অসহনীয় যানজট। শহরের মুক্তার পাড়ায় মগড়া নদীর ওপর সেতুটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, যেকোন সময় ধসে পড়ে ঘটাতে পারে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। বন্যা প্রতিরোধের জন্য শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ অত্যন্ত জরুরী। পৌর এলাকার ময়লা আবর্জনা অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ও যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। পৌরসভার আয়মূলক অবকাঠামো, যেমন– সুপার মার্কেট, কমিউনিটি সেন্টার নেই।

এসব সমস্যা সমাধানে আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে প্রয়োজনীয় সরকারি অর্থ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা এবং নাগরিক সুবিধা বাড়িয়ে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি। পৌর এলাকার সব রাস্তা সংস্কার ও প্রশস্ত করা, ফুটপাত নির্মাণ। শহরের যানজট কমাতে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ বিভাগের মাধ্যমে বাইপাস সড়ক নির্মাণের ব্যবস্থা করা। সরকার কর্তৃক বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে মুক্তার পাড়া ব্রীজটি পুনর্নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এলজিইডির আওতায় নগর উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সুপার মার্কেট, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের পরিকল্পনাও আমাদের রয়েছে। সরকার ও বিভিন্ন দাতা সংস্থার মাধ্যমে শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হবে।

২। আপনার পৌরসভার বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ কতো? এটা কি পৌরসভা পরিচালনার জন্য যথেষ্ট? যদি না হয়ে থাকে তাহলে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়ানোর ব্যাপারে আপনার পরিকল্পনা কী?

নেত্রকোনা পৌরসভার বর্তমানে বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। পৌরসভা পরিচালনার স্বার্থে চাহিদা অনুযায়ী রাজস্ব আদায়ের হার যথেষ্ট নয়। ইতোমধ্যে আমরা রাজস্ব আয় বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছি। এলক্ষ্যে হাট-বাজার, সুপার মার্কেট, কমিউনিটি সেন্টার, কিচেন মার্কেট ইত্যাদি উন্নয়ন ও নির্মাণ করা হবে। এছাড়া গৃহ নির্মাণ অনুমোদন ফি, হোল্ডিং ট্যাক্স, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স, বিজ্ঞাপনকরসহ টোল যথাযথভাবে নির্ধারণ করা এবং আদায় কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য কাউন্সিলরদের সম্পৃক্ত করে কমিটি গঠন করে দেয়া হবে। অডিটরিয়াম, কসাইখানা, বাস টার্মিনাল এবং পৌরসভার বিভিন্ন ধরণের সম্পদ ব্যবহার করে আধুনিক রুচিশীল ও নাগরিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।

নেত্রকোনা পৌরসভার মেয়র জনাব প্রশান্ত কুমার রায়

৩। আগামী পাঁচ বছর আপনি কীভাবে পৌরসভা পরিচালনা করতে চান?

নির্বাচিত কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলরদের সঙ্গে নিয়ে নগর উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে পৌরবাসীর মতামতকে মূল্যায়ন করে এবং পৌরবাসীর চাহিদানুযায়ী একটি সুন্দর দৃষ্টিনন্দন পৌরসভা গড়ার প্রয়াস আমি চালাবো। এছাড়া বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিতদের পরামর্শ নিয়ে, জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পৌরসভার আয় ও জনগণের প্রত্যাশার সমন্বয় ঘটিয়ে আগামী পাঁচ বছর আমি পৌরসভা পরিচালনা করতে চাই।

৪। পৌরসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন?

জনগণই পৌরসভার মালিক। জনগণের ভোটে পৌর পরিষদ নির্বাচিত হয়। পৌরসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের আশা-আকাংখা পূরণের জন্য তাঁদের শতভাগ অংশগ্রহণ আমাদের কাম্য। আমি এবং আমার পরিষদ এই ওয়াদা করছি আগামীতে এই পৌরসভার যা কিছু উন্নয়ন সবই হবে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে এবং তাঁদের পরামর্শের ভিত্তিতে।

৫। নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নে আপনার পরিকল্পনা কী?

পুরনো রাস্তাঘাট, ড্রেন, ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারসহ পৌর এলাকার সর্বত্র সড়কবাতির ব্যবস্থা করা। মশামাছির উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য পৌরসভা থেকে পদক্ষেপ নিতে হবে। পৌরসভার সেবামূলক কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে হবে। নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নে জনগণের মতামতের ভিত্তিতে নতুন নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়া পৌর এলাকায় কমিউনিটি সেন্টার, আধুনিক কাঁচা বাজার, হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থা, আরও রাস্তা নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ, বড় রাস্তায় রোড ডিভাইডার স্থাপন, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৌন্দর্যবর্ধণমূলক স্থাপনা নির্মাণের মাধ্যমে শহরের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে।

৬। আপনার পৌরসভার সার্বিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চান কীভাবে?

এদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। কাজেই নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া শতভাগ উন্নয়ন সম্ভব নয়। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরকেও সম্পৃক্ত করতে হবে। নারীদের অধিকার, নারীদের দায়িত্ব/কর্তব্য সর্ম্পকে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নারী নেতৃত্বই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে বলে মনে করি। কাজেই পৌরসভার সব ধরণের কর্মকাণ্ডে নারীরা প্রধান্য পাবেন। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাঁদের প্রধান করে কমিটি গঠন করা হবে। এছাড়া নারীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ও নারীদের আত্ম-নির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য নেত্রকোনা পৌরসভা ভবিষ্যতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৭। পৌর এলাকার সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নে আপনার পরিকল্পনা সম্পর্কে বলুন।

পৌর এলাকার সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নে পৌরবাসীর মতামতের ভিত্তিতে বিভিন্ন সভা, সমাবেশ, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও সেমিনারের মাধ্যমে পৌরবাসীকে সচেতন এবং আধুনিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা হবে। এছাড়া পৌর এলাকায় শিক্ষা, সাংস্কৃতিক চর্চা ও খেলাধুলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হবে, যাতে করে তরুণ ও যুবকরা অনৈতিক ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারে। ■

প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন

সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম গতিশীলকরণ প্রশিক্ষণঃ

নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের ৫টি শহরের ফোকাল পার্সন, কমিউনিটি অর্গানাইজার ও কমিউনিটি লিডারদের অংশগ্রহণে গত ২১ মার্চ এলজিইডি সদর দপ্তরে তিনদিনব্যাপী সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম গতিশীলকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন প্রকল্প পরিচালক জনাব আলী আহমেদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক প্রকল্প ব্যবস্থাপক মিঃ রিচার্ড গিয়ার, জাতীয় প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব মোঃ আজহার আলী ও প্রশিক্ষণ কো-অর্ডিনেটর জনাব কামাল আহমেদ।

ইউজিআপ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণঃ

ইউজিপ-২ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিবদের জন্য গত ১০ ও ২৭ জানুয়ারি ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি (ইউজিআপ) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নূরুল্লাহ। তিনি নাগরিক সচেতনতা ও তাদের অংশগ্রহণ এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিয়ে আলোচনা করেন। উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান মহিলাদের অংশগ্রহণ, জেন্ডার এ্যাকশন প্লান ও নগর পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা দেন।

সিবিও ওরিয়েন্টেশনঃ

ইউজিপ-২ এর আওতায় বরিশাল অঞ্চলের ঝালকাঠী পৌরসভায় গত ১৪ ফেব্রুয়ারি সিবিও সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন শুরু হয়। এদিন তিনটি সিবিওর নির্বাহী কমিটির ৩৬ জন সদস্যকে ৯টি ব্যাচে ওরিয়েন্টেশন দেয়া হয়। সভায় কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সিবিও পরিচালনার বিষয়ে পৌরসভার দায়িত্ব ও কর্তব্য, টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সিবিওর ভূমিকা, সিবিওর নির্বাহী কমিটির কার্য-পরিধি, পরিবার জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশনা, সিবিও গঠনতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে সদস্যদের অবহিত করা হয়।

প্রাপ বিষয়ে ওরিয়েন্টেশনঃ

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় বরিশাল অঞ্চলের ঝালকাঠী (২৮ ফেব্রুয়ারি), কলাপাড়া (৯ মার্চ) ও বরগুনা পৌরসভায় (১০ মার্চ) দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা (প্রাপ) বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন শেষ হয়েছে। ওরিয়েন্টেশনে অংশ নেন পৌর-পরিষদ, পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং প্রাপ স্টিয়ারিং কমিটি, টিএলসিসি, ডব্লিউএলসিসি ও সিবিওর সদস্যবৃন্দ। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের স্বরূপ, দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম ও পৌরসভার ভূমিকা, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনার কর্মক্ষেত্র, করণীয় এবং সিবিওর ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করা হয়। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি পৌরসভায় প্রাপ প্রস্তুত করা হয়েছে।

নারীর প্রতি সংবেদনশীল সালিশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালাঃ

মাদারীপুর পৌরসভার উদ্যোগে ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি মাদারীপুর লিগাল এইড এসোসিয়েশন ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টারে ৩দিনব্যাপি নারীর প্রতি সংবেদনশীল সালিশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। নারীর ক্ষমতায়ন ও দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদারীপুর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ খালিদ হোসেন ইয়াদ।

এসময় বক্তব্য রাখেন মাদারীপুর মহিলা কল্যাণ সংস্থার পরিচালক মিসেস শাহানা নাসরিন রুবী, মাদারীপুর লিগাল এইড এসোসিয়েশনের প্রধান সমন্বয়কারী খান মোঃ শহিদ, সাংবাদিক গোলাম মাওলা আকন্দ, ইয়াকুব খান শিশির, সুবল বিশ্বাস, সফিক স্বপন ও বশীর আহমেদ স্বপন। প্রশিক্ষণে মাদারীপুর পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর ও স্থানীয় সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ নেন। ■

ইউজিপ-২'র প্রকল্প পরিচালকের শ্রীপুর পৌরসভা পরিদর্শন

গত ৬ মার্চ দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ শ্রীপুর পৌরসভায় চলমান ইউজিপ-২ এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি পৌরসভা আয়োজিত এক সভায় যোগদেন এবং প্রকল্পের বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। এরপর তিনি শ্রীপুর পৌরসভার একটি বাজার, কসাইখানা, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও পাবলিক টয়লেট পরিদর্শন করেন। জিআইজেড এর বিশেষজ্ঞ পরামর্শক জনাব আব্দুল গফফার তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ■

শ্রীপুর পৌরসভায় চলমান ইউজিপ-২ এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ।

নবনির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলরদের সংবর্ধনা

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি মাদারীপুর পৌরসভার নব নির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলরদের সংবর্ধনা দেয়া হয়। পৌর মিলনায়তনে পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পৌরসভার সচিব মোঃ ওহাবুল আলম সভাপতিত্ব করেন। এ সময় বক্তব্য রাখেন পৌরসভা কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি সৈয়দ আব্দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক এইচ এম হায়দার এবং নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন। নব নির্বাচিত কাউন্সিলরদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলর সৈয়দা সালমা, কাউন্সিলর মোঃ এনায়েত হোসেন মৃধা, এইচ এম মনিরুজ্জামান ও মোঃ মাহবুবুর রহমান হাওলাদার। মেয়র জনাব মোঃ খালিদ হোসেন ইয়াদ তাঁর বক্তব্যে মাদারীপুর পৌরসভাকে বাংলাদেশের একটি আদর্শ পৌরসভা হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এজন্য তিনি পৌরসভার সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, পৌর নাগরিকদের ম্যান্ডেট নিয়ে নতুন পরিষদ গঠিত হয়েছে। নাগরিকদের কাছে পৌরসেবা পৌঁছে দেয়াই পরিষদের প্রধানতম দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব পালনে পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। যে স্বপ্ন নিয়ে পৌরবাসীগণ তাদের হাতে পৌরসভা পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন, সে স্বপ্ন পূরণে যথাসম্ভব সব ধরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, যাতে আগামীতে মাদারীপুর পৌরসভা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পৌরসভার মর্যাদা লাভ করতে পারে। ■

সিবিও/ সিডিসি নেতৃবৃন্দ পৌর কাউন্সিলর নির্বাচিত

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি পৌরসভায় কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন বা সিবিও গঠিত হয়েছে। গত জানুয়ারি ২০১১-এ দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচনে বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন পৌরসভার সিবিও সদস্যবৃন্দ অংশ নেন। কলাপাড়া পৌরসভার ৪ জন, বরগুনা পৌরসভার ১ জন এবং ভোলা পৌরসভার ১ জন সিবিও নির্বাহী কমিটির সদস্য কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হন। নির্বাচিত কাউন্সিলরা হলেন কলাপাড়া পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন হাওলাদার, ২নং ওয়ার্ডের মিসেস লাইজু হেলেন লাকি, ৩নং ওয়ার্ডের আঃ রাজ্জাক হাওলাদার ও ৬নং ওয়ার্ডের নিগার সুলতানা মিলি; বরগুনা পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ডের জনাব গৌরাঙ্গ সিকদার; ভোলা পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন। এদিকে নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পৌরসভায় গঠিত সিডিসি

(এরপর ৩য় পৃষ্ঠায়)

দুজন নারীর সাফল্য গাঁথা

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এলজিইডিতে গত ১০ মার্চ দিবসটি উদযাপন করা হয়। এসময় এলজিইডির পল্লী, নগর ও পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় আত্ম-নির্ভরশীল ৯ জন নারীকে সাফল্যের স্বীকৃতি দেয়া হয়। এর মধ্যে ইউপিপিআর প্রকল্পের সহায়তায় স্বাবলম্বী হওয়া দুজন নারী– হবিগঞ্জ পৌরসভার ফাহিমা আক্তার এবং কুষ্টিয়া পৌরসভার আছিয়া– এদের সাফল্যের কাহিনী তুলে ধরা হলোঃ

হবিগঞ্জ পৌরসভার ফাহিমা আক্তার

হবিগঞ্জ পৌরসভার রাজনগর এলাকার আট ভাই-বোনের মধ্যে পঞ্চম ফাহিমা আক্তার। অভাবের কারণে ১৯৯৫ সালে নবম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় বিয়ে হয় তার। যৌতুক ও নানা ধরণের নির্যাতন সইতে না পেরে বিয়ের সাত বছরের মাথায় ২০০২ সালে দুই বছরের ছেলে আবু নাসের হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে বাবার বাড়ি ফিরে আসেন ফাহিমা। আইনের আশ্রয় নেয়ায় স্বামীর জেল হয়। একই সঙ্গে ঘটে বিবাহ বিচ্ছেদ। একদিকে অভাবের সংসার, অন্যদিকে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার চোখ রাঙানী– ফাহিমা পড়েন চরম সংকটে। এসময় এলাকার এক মুরব্বির কাছে জানতে পারেন হবিগঞ্জ পৌর এলাকার দরিদ্র মানুষদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করছে নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প। খবরটি শোনার পর ফাহিমা প্রকল্পের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়ে প্রকল্পের জবা দলের সদস্য হয়ে সঞ্চয় শুরু করেন। তার ব্যবহার এবং দায়িত্ববোধের কারণে রাজনগর সিডিসির কোষাধ্যক্ষ এবং পরবর্তীতে ৩নং মনু ক্লাস্টার ফেডারেশনের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন তিনি। সিডিসি থেকে ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে জমি বর্গা নেন। অক্লান্ত পরিশ্রম, মেধা, চেষ্টা ও অবিচল আস্থার কারণে বর্তমানে তার ২ শতক জমি, ৩টি গাভি, হস্তশিল্প/কুটিরশিল্প তৈরীর যন্ত্রপাতি এবং বহুমুখী পণ্য সরবরাহের শো-রুমসহ আট লক্ষ টাকার সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার ৪ জন কর্মচারী রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে বিভিন্ন সময়ে গোপালগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রাম শহর ভ্রমণ এবং ২০০৬ সালে শ্রীলংকা সফর করেন ফাহিমা। কমিউনিটি পুলিশিং এর একজন সক্রিয় সদস্য তিনি। বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে জড়িত রেখে সমাজের কাছে একজন আত্ম-প্রত্যয়ী নারীর উদাহরণ এখন হবিগঞ্জের ফাহিমা আক্তার। ■

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি হবিগঞ্জ পৌরসভার স্বাবলম্বী নারী ফাহিমা আক্তারের হাতে সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন।

কুষ্টিয়া পৌরসভার আছিয়া

এসএসসি পাশ আছিয়ার বিয়ে হয় ১৯৮৭ সালে। বিয়ের একবছর পর কোলজুড়ে আসে একটি ছেলে। আছিয়ার অলস স্বামী সংসারে কোনও কাজ করতো না। যৌতুকের জন্য আছিয়াকে শারীরিক নির্যাতন করতো প্রতিনিয়ত। নির্যাতন সইতে না পেরে আছিয়া বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। গরীব বাবা কোথায় পাবে এতো টাকা! তার সংসারের যে নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর অবস্থা। তবুও মেয়ের সুখের কথা ভেবে ধার-কর্জ করে বাবা টাকা তুলে দেন জামাইয়ের হাতে। যৌতুকের টাকা পেয়ে আছিয়ার স্বামী আরেকটি বিয়ে করে। এক সময় আছিয়ার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। চলে আসেন বাবার বাড়ি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। শুরু হয় আরেক জীবন।

একদিকে পেটে ক্ষুধা অন্যদিকে দুষ্টু মানুষের নষ্ট দৃষ্টি। তবুও জীবন থেমে থাকে না। ২০০০ সালে এলজিইডির এলপিইউপিএপি প্রকল্পের কুষ্টিয়া পৌরসভার হাউজিং ব্লক-বি তে দলীয় সদস্য হন আছিয়া। প্রকল্পের থোক বরাদ্দ সহায়তা বাবদ ৫ হাজার এবং পরবর্তীতে সিডিসি থেকে ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। অক্লান্ত পরিশ্রম আর নিষ্ঠার কারণে ফিরতে থাকে তার দিন। এক সময় সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।

শত প্রতিকূলতার মাঝেও আছিয়া তার সন্তানকে পড়ালেখা করাতে ভুলেননি। ছেলে এসএসসিতে ভাল ফলাফল করে পাশ করে। ইলেকট্রিকের কাজ, বিয়ে বাড়ি সাজানো, মঞ্চ তৈরী এবং প্রাইভেট পড়িয়ে কিছু রোজগারও করে সে। এভাবেই আছিয়ার দিন বদল হয়। ব্যবসায় উন্নতির কারণে তিনি এখন সংগ্রামী নারীর প্রতিচ্ছবি। নারী নেত্রী হিসেবে তাকে সবাই শ্রদ্ধা করে। ইতোমধ্যে দরিদ্র নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এলাকায় একটি সেলাই প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তুলেছেন আছিয়া। ■

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান কুষ্টিয়া পৌরসভার আত্ম-নির্ভরশীল নারী আছিয়ার হাতে সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন।

শোক সংবাদ

এলজিইডির সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব এম. নকিবউদ্দীন (৭৫) গত ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চার ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। বাগেরহাট শহরের পূর্ব বাসাবাটি এলাকায় পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তার দ্বিতীয় পুত্র মোঃ খুরশীদ আলম এলজিইডির ইউএমএসইউর সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। ■

এলজিইডির ইউএমএসইউর উপ-পরিচালক জনাব মন্মথ রঞ্জন হালদার এর পিতা মুক্তিযোদ্ধা প্রিয়নাথ হালদার (১০৪) গত ২৬ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১.১০ মিনিটে বার্ধক্যজনিত কারণে পরলোকগমন করেন। কর্মজীবনে তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকবাহিনীর গুলিতে তিনি দুইবার আহত হন। মৃত্যুকালে তিনি তিন ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন। বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলার পূর্ব বাধাল গ্রামের নিজ বাড়িতে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ■

বিভিন্ন পৌরসভায় মহান একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

এলজিইডির বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার এসআইসি/সিডিসির সদস্য, স্বাস্থ্যকর্মী, স্যাটেলাইট স্কুলের শিক্ষার্থী ও শিক্ষিকাদের নিয়ে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পৌরসভায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর, কর্মকর্তা-কর্মচারী, পৌর এলাকার এসআইসি/সিডিসির সদস্যবৃন্দ প্রভাতফেরীতে অংশ নিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এছাড়া পৌরসভাগুলোতে একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা সভা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছোট ছোট শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ■

ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আবাসিক প্রতিনিধি মিঃ স্টিফান প্রিজনার এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

এলজিইডিতে ইউএনডিপি আবাসিক প্রতিনিধি

ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি) এর আবাসিক প্রতিনিধি মিঃ স্টিফান প্রিজনার গত ২৪ জানুয়ারি ঢাকায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে আসেন। এসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইউএনডিপির প্রকল্প কর্মকর্তা জনাব আশেকুর রহমান। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমানের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন। এরপর তিনি এলজিইডির আওতাধীন ইউএনডিপির অর্থায়নে পরিচালিত ইউপিপিআর প্রকল্পের কার্যাবলী বিষয়ক এক সংক্ষিপ্ত সভায় যোগ দেন।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মুহাম্মাদ আজিজুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নূরুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক জনাব ইফতেখার আহমদ, জনাব এস কে আমজাদ হোসেন, জনাব আলী আহমেদ প্রমূখ এসময় উপস্থিত ছিলেন। মিঃ স্টিফান নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের পিএমও অফিস ঘুরে দেখেন এবং প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন। ■

এমএসপি-২ এর টিপিপি অনুমোদিত

বিশ্ব ব্যাংক সহায়তাপুষ্ট মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রকল্প (এমএসপি) এর সফল সমাপ্তির পর এরই ধারাবাহিকতায় এমএসপি-২ প্রকল্পটি প্রস্তুতের জন্য "টেকনিক্যাল এ্যাসিটেন্স ফর এক্সটেনডেড মিউনিসিপ্যাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম এন্ড প্রিপারেশন অফ এমএসপি-২" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের প্রকল্প প্রস্তাব (টিপিপি) গত ১৩ মার্চ ২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার ২৮ কোটি ৭.৪৫ লক্ষ টাকার কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি অনুমোদন করেন। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ধরা হয়েছে ২০১১ এর জানুয়ারি থেকে ২০১২ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত– দুবছর।

সম্প্রতি শেষ হওয়া মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ৯২ পৌরসভা থেকে ১৪২ পৌরসভায় সম্প্রসারিত করা এবং পৌরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নতিকরণ, উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করে নগর অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মধ্যমেয়াদী আর্থিক, সামাজিক ও পরিবেশগত ভাবে টেকসই একটি কর্মসূচি প্রস্তুত করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের ২৩ আগষ্ট বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব ব্যাংকের মধ্যে প্রকল্পের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ■

ইউএসএইডের জেন্ডার ও উন্নয়ন মেলায় এলজিইডির অংশগ্রহণ

গত ১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউএসএআইডি আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের অংশ হিসেবে আয়োজিত দুদিনের জেন্ডার ও উন্নয়ন মেলায় এলজিইডির জেন্ডার ফোরাম অংশ নেয়। মেলায় নারী, জেন্ডার ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মরত বিভিন্ন এনজিও, বেসরকারি সংস্থা, প্রকাশনা সংস্থা, সরকারি প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা, ইউএসএইডের সহযোগী প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ডোনারদের প্রায় ৯৫টি স্টল ছিল। মেলায় চিত্র প্রদর্শন, তথ্যচিত্র সম্প্রচার, আলোচনা সভা, অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মহিলা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মিসেস শিরীন শারমিন চৌধুরী। বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত মিঃ জেমস এফ. মরিয়ার্টি, সংসদ সদস্য এ্যাডভোকেট তারানা হালিম, ইউএসএআইডি এর মিশন ডিরেক্টর মিঃ ডেনিস রোলনস, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও এ্যাড কমের ম্যানিজিং ডিরেক্টর গীতি আরা সাফিয়া চৌধুরী এসময় উপস্থিত ছিলেন। আমেরিকার রাষ্ট্রদূত মিঃ জেমস এফ. মরিয়ার্টি এলজিইডির স্টলে এসে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চান এবং জেন্ডার ও উন্নয়নে এলজিইডির কার্যক্রমের প্রসংশা করেন। ■

বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধির এলজিইডি পরিদর্শন

বিশ্ব ব্যাংকের সাউথ এশিয়ার সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (আরবান) বিষয়ক সেক্টর ম্যানেজার মিঃ মিং ঝং গত ৬-৯ মার্চ বাংলাদেশ সফর করেন। ৭ মার্চ এলজিইডি সদর দপ্তরে তিনি এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমানের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হন। সভায় সদ্য সমাপ্ত মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রকল্প (এমএসপি) এর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া পরবর্তী প্রকল্প (এমএসপি-২) প্রস্তুতকরণের পর্যায় ও অগ্রগতি, পৌরসভাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম, এলজিইডি ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের নগর সংক্রান্ত কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মুহাম্মাদ আজিজুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নূরুল্লাহ, এমএসপির প্রকল্প পরিচালক জনাব ইফতেখার আহমেদ এবং বিশ্ব ব্যাংক ঢাকা অফিসের সিনিয়র আরবান স্পেশালিষ্ট জনাব জাহিদ এইচ খান এসময় উপস্থিত ছিলেন। ■

মেয়রদের অবহিতকরণ কর্মশালা

৮ম পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানে এমএসপির প্রকল্প পরিচালক জনাব ইফতেখার আহমেদ নগরায়ণের ধারাবাহিকতায় এলজিইডির সম্পৃক্ততা বিষয়ক একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করেন।

সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বলেন, পৌরসভার সুশাসন প্রতিষ্ঠা, পরিচালন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধাবৃদ্ধিসহ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ইউজিপ-২ পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্পের সাফল্যের অংশীদার যেমন পৌরমেয়রগণ, ব্যর্থতার দায়ভারও তেমন তাঁরা এড়াতে পারবেন না। পরিকল্পিত নগরায়ণের জন্য পৌরসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব নিতে হবে। পৌরসভার জন্য যে মাস্টার প্ল্যান তৈরী করা হচ্ছে, নাগরিকদের সঙ্গে নিয়ে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান বলেন, স্বাধীনতার চার দশক পূর্তির বছর পার করছি আমরা। স্বাধীনতার মাসে আমাদের অঙ্গীকার থাকবে দেশ গড়ার, উন্নয়নকে টেকসই করার, যেন ভবিষ্যত প্রজন্ম আমাদের রেখে যাওয়া কর্মযজ্ঞ দেখে অভিভূত হয়। তিনি বলেন, ঢাকা শহরকে যদি সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা যেত তাহলে বর্জ্য অব্যবস্থাপনাসহ ট্যানারির দুর্গন্ধময় পরিবেশ সৃষ্টি হতো না, অভাব হতো না সুপেয় পানির। ঢাকা শহরের মতো অনেক পৌরসভায় এসব সমস্যা এখন প্রকট। তিনি আরও বলেন, উন্নয়নের ছোঁয়ায় অনেক পৌরসভার চিত্র পাল্টে গেছে– এই কৃতিত্ব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের। মেয়রদের কর্মতৎপরতার ওপর নির্ভর করে পৌরসভার উন্নয়ন। তিনি মেয়রদের পরিকল্পিত নগর গড়ার অনুরোধ জানান। ■

এলজিইডির দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার মেয়রদের প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান।

ইউজিপ-২ভুক্ত পৌরসভার মেয়রদের অবহিতকরণ কর্মশালা

এলজিইডির দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার মেয়রদের প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা দেয়ার জন্য এক অবহিতকরণ কর্মশালা গত ১৯-২১ মার্চ গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুর ব্র্যাক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মুহাম্মাদ আজিজুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নূরুল্লাহ, এমএসপির প্রকল্প পরিচালক জনাব ইফতেখার আহমেদ, ইউজিপ-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ, এডিবির সিনিয়র প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, জিআইজেড এর ফোকাল এরিয়া গর্ভনেন্স কো-অর্ডিনেটর মিঃ আলেকজান্ডার জ্যাক নাও, কেএফডব্লিউ এর সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান প্রমূখ।

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউজিপ-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ। তিনি মেয়রদের প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের ৬টি বিশেষ ক্ষেত্রে ২৭টি কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করার অনুরোধ জানান। *(এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়)*

একনেক অনুমোদিত মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নে এলজিইডি

রাজধানীর উত্তর-দক্ষিণে যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে এবং মগবাজার-মৌচাক এলাকার যানজট নিরসনকল্পে ৮.২৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ফ্লাইওভার নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গত ৮ মার্চ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় কনস্ট্রাকশন অব মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার প্রকল্পটি অনুমোদন দেয়া হয়। একনেক চেয়ারপারসন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এ অনুমোদন দেয়া হয়।

প্রকল্পটি এ বছর শুরু হয়ে ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে শেষ হবে। ফ্লাইওভারটি শুরু হবে তেজগাঁও শিল্প এলাকার সাত রাস্তার মোড় থেকে। এরপর এফডিসি মোড়, মগবাজার, মৌচাক, মালিবাগ হয়ে রাজারবাগে শেষ হবে। এর মধ্যে মগবাজার চৌরাস্তা থেকে বেইলী রোড, মৌচাক মোড় থেকে রামপুরা এবং মালিবাগ থেকে শান্তিনগরের দিকে নির্গমণ সড়ক থাকবে। এছাড়া ফ্লাইওভারটির একাধিক স্থানে দ্বিতল সড়কও নির্মাণ করা হবে।

প্রকল্পটি নির্মাণে মোট ব্যয় হবে ৭৭২.৭০ কোটি টাকা। এর মধ্যে সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (এসএফডির) এর ৩৭৫.৪৩ কোটি টাকা ছাড়াও ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ওএফআইডি) এর কাছ থেকে পাওয়া যাবে ১৯৬.৮০ কোটি টাকা। বাকি ২০০.৪৭ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় করা হবে। এলজিইডি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। উল্লেখ্য, এর আগে গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১০ সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (এসএফডি) এর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ■

এলজিইডির বার্ষিক পর্যালোচনা সভা

গত ১০ মার্চ এলজিইডি সদর দপ্তরে দুদিনব্যাপী এলজিইডির বার্ষিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন) জনাব মোঃ আবদুস শহীদ সভা পরিচালনা করেন। তিনি গত ২০০৯-১০ অর্থবছরে এলজিইডির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। প্রথমদিনের অনুষ্ঠানশেষে এলজিইডির বিভিন্ন পর্যায়ের ২৩ জন কর্মকর্তা, যাঁরা অবসর প্রস্তুতির ছুটিতে গিয়েছেন, তাদের বিদায় সংবর্ধনা দেয়া হয়।

১১ মার্চ পর্যালোচনা সভার ২য় দিন সকালের অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে নগর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনা অংশে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মুহাম্মাদ আজিজুল হক। গোপালগঞ্জ পৌরসভার মরা মধুমতি নদী পুনর্খনন ও পার্শ্ববর্তী এলাকার উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুস সালাম মণ্ডল এবং মৌচাক-মালিবাগ ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নাজমুল আলম নিজ নিজ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে ধরেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নূরুল্লাহ এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মুহাম্মাদ আজিজুল হক নগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পৌরসভায় বাস্তবায়িত কাজে সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের সহায়তার অনুরোধ জানান।

সমাপনী অধিবেশনে প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান সবাইকে আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এলজিইডির যে সুনাম অর্জিত হয়েছে তা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে ধরে রাখতে হবে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সবাইকে অবদান রাখার আহবান জানিয়ে তিনি সভা শেষ করেন। উল্লেখ্য, দুদিনব্যাপী বার্ষিক পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন জেলা থেকে আগত নির্বাহী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ), আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং সদর দপ্তরের প্রকৌশলীবৃন্দ। ■

এলজিইডির বার্ষিক পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

সম্পাদক : মোঃ নূরুল্লাহ, পরিচালক, ইউএমএসইউ, আরডিইসি (লেভেল – ৭), এলজিইডি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৮১২৩৭৬০
সম্পাদক কর্তৃক ইউএমএসইউ'র পক্ষ থেকে প্রকাশিত।